ঢাকা কমিক্স
www.dhakacomics.com
৳১০০
Rated
T
TEEN and Up
DURJOY
Tk 100
ISBN 978-984-90937-7-0
1 USD
DHAKA COMICS
তৌহিদুল ইকবাল সম্পদ
দুর্জয়

"নীহারিকা আরমান নেহা। ঢাকার একটা বিশেষ ডিটেক্টিভ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের খুব সামান্য একজন রেকর্ডস ক্লার্ক তুমি। তুমি কি জানো, তোমার গত পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে তোমাকে আমরা কত বড় ক্রিমিন্যালে পরিণত করেছি? জানো না! নির্দোষ লোকেদের বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা রিপোর্ট লিখেছ তুমি। যাতে আমরা তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারি। ঘেন্না হয়, নিজের প্রতি?"

"ভাবছ মিডিয়ার সামনে গিয়ে আমাদের মুখোশ খুলে দেবে? দুই দিনে বেরিয়ে যাব, এমন ক্ষমতা আমাদের নেটওয়ার্কের। আর তারপর তোমার লাশ ভেসে উঠবে বুড়িগঙ্গায়। বরং চুপচাপ নিজের কাজ কর। যাকে যা বানাতে বলব বানাবা। কাউকে খুনী, কাউকে ড্রাগ ডীলার, কাউকে হাইজ্যাকার। চুপ চাপ টাইপ করবা।"

সকাল বেলা।
খুব শান্ত, নির্মল একটা দিন।

বেলা দশটার দিকে অফিসে ঢুকল ডিটেক্টিভ ইমরানুল হক।

ডিটেক্টিভ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা

ইমরান ভাই, সকাল সকাল অফিসে? কোন স্পেশাল কাজ?

হেহ্‌হে! কিছুটা। কেমন আছেন?

দেখ কান্ড! এতগুলো ড্রাগস ওর বাসায় ছিল! কি সাংঘাতিক!
নির্ঘাত বড় কোন ড্রাগ ডীলার গ্রুপের সদস্য হবে এই লুতফর সাব।

অনেক ধন্যবাদ, নেহা। গুড জব! দেখি লোকটাকে জেরা করে আর কারো নাম বের করা যায় কিনা।

জাহান্নামে যাও। মর তাড়াতাড়ি!

ট্রা-লা-লা-লা-...
ধুপ!
ইন্টারোগেশন রুম
ধাপ!
আহ্!
উহ্!!
ধুম!
ঠাস্!

...উহ্! বাবারা! আমাকে আর মারবেন না! আমি এই বয়সে আর নিতে পারছি না! আমি আপনাদের সব শর্তে রাজী! আর মারবেন না, দোহাই!...
আপনি এই টরচার নিজের ভাগ্যে নিজে লিখেছেন। এখন আর আমাদের কিছু করার নাই। আপনাকে আগেই ওয়ারনিং দেয়া হয়েছিল!
মাইর না খেলে আপনাদের মত লোকের শিক্ষা হবে না!

রফিক! জামসেদ! থামো তোমরা! আমি কথা বলব উনার সাথে। এই যে লুতফর সাহেব, আপনার রিপোর্ট!
আপনি কি জানেন, কি কেস দিচ্ছি আপনার নামে? বাকী জীবন জেলের ভাত খাবেন শুধু! তাই যা বলি শুনেন!

জয়নাল সাহেবকে তো আপনি চিনেন। আমাদের মুরুব্বী।
আপনার এত বড় ব্যবসা কবে লাটে উঠত যদি না উনি জোর খাটিয়ে সব বড় বড় অর্ডারগুলো পাইয়ে দিতেন।

তিন মাস ধরে আপনি ওনার কোন সম্মানি দেন নাই। কি ভেবেছিলেন, উনি ছেড়ে দেবেন?

আমি উনাকে বলেছিলাম, কয়েক মাস ধরে আমার ব্যবসা খুব খারাপ যাচ্ছে। মায়ের ক্যান্সারের চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচা হয়ে গেছে। তাও আমি বাড়ি বিক্রি করে সব বকেয়া টাকা দিয়ে দেব , আমাকে ছেড়ে দিন।

এই তো লাইনে এসেছেন। তা সেটা আগে করলেই তো পারতেন। এক সপ্তাহের ভেতরে টাকা না দিলে আবার আপনাকে তুলে আনব। এবার আপনার বাসায় শুধু ইয়াবা না, হেরোইন, ফেন্সিডিল এবং অবৈধ অস্ত্র পাওয়া যাবে। বুঝলেন?
হেহে!
লাথি গুঁতো না খেলে এরা বোঝে না!
আপাতত আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার এই রিপোর্ট আশা করি আর লাগবে না।

নেহা, এই রিপোর্টটা আপাতত রেখে দাও। এখন আর লাগবে না। আজকে এখানে কাউকে ধরে আনা হয়েছে এমন কোন রেকর্ড যেন না থাকে। সব মুছে দাও। আবার যখন দরকার হবে, আমি যেভাবে যা যা লিখতে বলব লিখে ফেলবা। জানোই তো, আমাদের এখানে কিভাবে সব কাজকর্ম চালাই আমরা!

জ্বী, স্যার। আমি বুঝতে পেরেছি। আর জানি যে কি ভাবে সব চালানো হয় এখানে। স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমার আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। খুব জরুরী।
কি ব্যাপার বল তো? এনি প্রবলেম?

তা কেন হবে? আমি তো বললাম আমি কেন জব ছাড়তে চাই।

আমি শুধু চাই না আমার মাধ্যমে আর কারো ক্ষতি হোক। অলরেডি কম করিনি।

নীহারিকা আরমান নেহা।

ঢাকার একটা বিশেষ ডিটেক্টিভ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের খুব সামান্য একজন রেকর্ডস ক্লার্ক তুমি। তুমি কি জানো, তোমার গত পাঁচ বছরের ক্যারিয়ারে তোমাকে আমরা কত বড় ক্রিমিন্যালে পরিণত করেছি? জানো না!

নির্দোষ লোকেদের বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা রিপোর্ট লিখেছ তুমি। যাতে আমরা তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারি।

ঘেন্না হয়, নিজের প্রতি? ভাবছ, মিডিয়ার সামনে গিয়ে আমাদের মুখোশ খুলে দেবে? যদি ধরা পড়িও, দুই দিনে বেরিয়ে যাব, এমন ক্ষমতা আমাদের নেটওয়ার্কের।
আর তারপর তোমার লাশ ভেসে উঠবে বুড়িগঙ্গায়। বরং চুপচাপ নিজের কাজ কর। যাকে যা বানাতে বলব বানাবা। কাউকে খুনী, কাউকে ড্রাগ ডীলার, কাউকে হাইজ্যাকার। চুপচাপ টাইপ করবা!
আর নয়ত তোমার বাড়িতেও কাল অবৈধ কিছু একটা পাওয়া যেতেই পারে! তোমার নামে সেই রিপোর্টটা লিখবে তোমার-ই কোন কলিগ!

এসমস্ত বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। কিছুই না তুমি, সামান্য একটা লোয়ার মিড্‌ল্ ক্লাস সিটিজেন। নিজেকে মহান নারী ভাবা বন্ধ করে কাজে মন দাও। ইউটিউবে গান শোন, ভাল লাগবে।

ও, আর হ্যাঁ, যাদের নামে মিথ্যা রিপোর্ট লিখ, তারা কেউ আসলে নির্দোষ নয়। এমনি এমনি কি কাউকে ধরি আমরা?

ওদের সবার একটাই ভুল। যা করতে বলা হয়েছিল, তা তারা করে নাই। একই ভুল তুমি কোর না যেন! মনে থাকবে আশা করি।
সামান্য কাগজের টুকরোগুলো তীরের মত বিঁধল নেহার গায়ে।

সত্যি-ই নিজের প্রতি ঘৃণা হল তার। সে ছেলে হলে নিশ্চই এত অপমানের অর্ধেকটাও গায়ে লাগত না। চোখের পানিও আটকাতে পারত। এমনকি আরও অনেক কিছুই করতে পারত যা শুধু কল্পণাই করতে পারে সে।...

যা বলেছে ঠিক-ই বলেছে আসলে। আমি সত্যি একটা ক্রিমিন্যাল।
আর এগুলো মানুষের অভিশাপের শাস্তি পাচ্ছি আমি। ভুয়া রিপোর্ট লিখে লিখে যাদের ক্ষতি করেছি তাদের আর তাদের পরিবারের।

এখান থেকে বের হবার একমাত্র উপায় সুইসাইড।
তবে সেটা আমি এখনই করব না। সময় আছে।

আপাতত এই পেইনকিলার খেয়ে মাইগ্রেনের ব্যাথাটা কমাতে হবে। নাহলে কাজ করতে পারব না। সব অভিশাপের ফল। এসব বিশ্রী রোগ আমার আগে ছিলই না!

এভাবে মাথার ব্যাথা আর হাই পাওয়ারের ওষুধের কারণে আমি এমনিই মারা যাব। বেশি দিন বাঁচব না। তার আগে আমি একটা কাজ করব।

এদের সবকয়টাকে আজন্মের মত জেলে ঢুকিয়ে ছাড়ব। ওরা বের হয়ে আমাকে আর পাবে না।
ধুপ!

তার আগেই সব ক্যাপসুল একসাথে গিলে নেব। ওদের সব কুকীর্তির সমস্ত প্রমাণাদি আমি গোপনে জোগাড় করে রেখেছি। শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা।

অদৃশ্য কোন একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছি শুধু। যেটা দেখে আমি বুঝব, সময় হয়েছে ওদের মুখোশ খোলার।
ধুপ!

সেদিন বিকেলে...
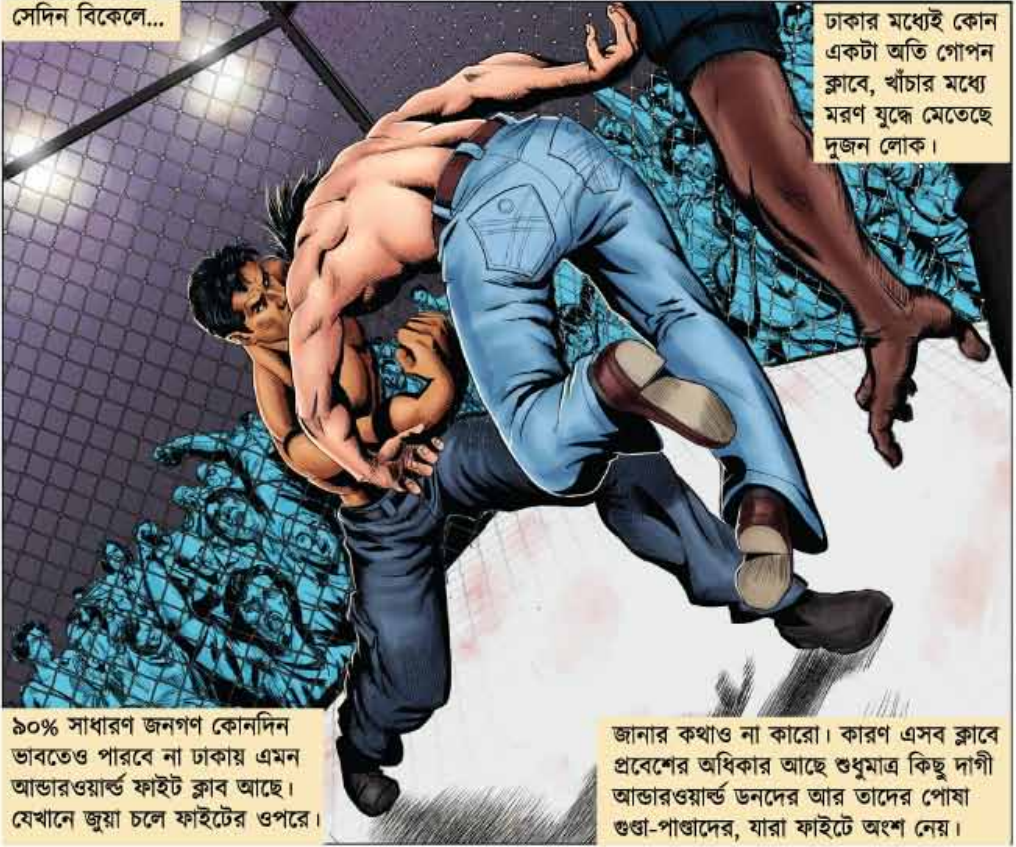
ঢাকার মধ্যেই কোন একটা অতি গোপন ক্লাবে, খাঁচার মধ্যে মরণ যুদ্ধে মেতেছে দুজন লোক।

৯০% সাধারণ জনগণ কোনদিন ভাবতেও পারবে না ঢাকায় এমন আন্ডারওয়ার্ল্ড ফাইট ক্লাব আছে। যেখানে জুয়া চলে ফাইটের ওপরে।

জানার কথাও না কারো। কারণ এসব ক্লাবে প্রবেশের অধিকার আছে শুধুমাত্র কিছু দাগী আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনদের আর তাদের পোষা গুণ্ডা-পাণ্ডাদের, যারা ফাইটে অংশ নেয়।
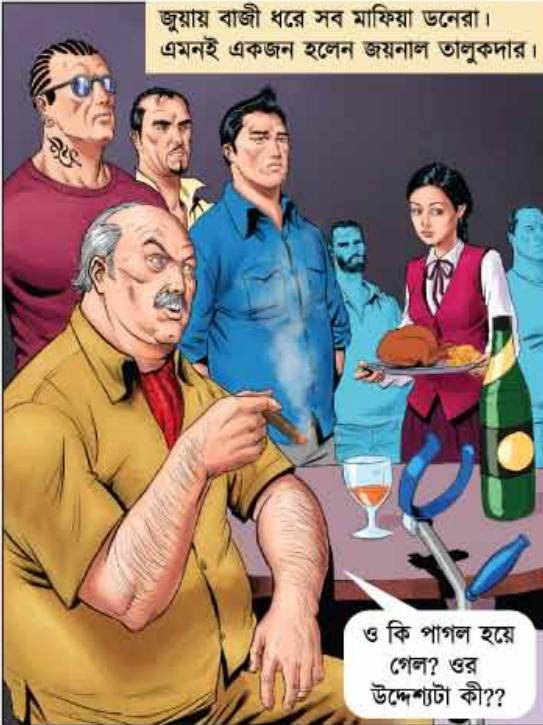
খাঁচার ভেতরে তখন দুজনের একজনের টাল সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার প্রতিপক্ষ।

দুর্জয়!
বেইমান! আর একটাও মারবি না!!

বিদ্যুতের গতিতে এদিক ওদিক নেচে প্রতিপক্ষের এলোপাথারী ঘুষিগুলো এড়িয়ে গেল ও।
"বেইমান"... কথাটা খুব সত্যি। ভাবল দুর্জয়।
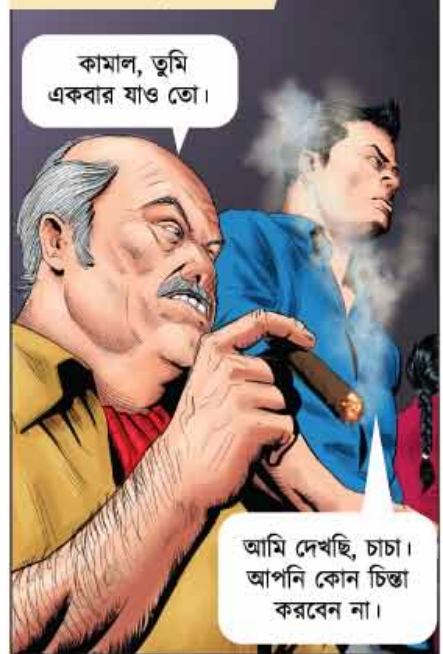
দুর্জয়কে ঘুষি মারতে শূন্যে লাফিয়ে উঠেছিল ছেলেটা। ঐ অবস্থায় কংক্রিট ভাঙ্গার হাতুড়ির মত দুর্জয়ের একটা আপারকাট খেয়ে উড়ে গেল আরো উপরে।
ওর মনে হল পৃথিবীটা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল।
মেঝেতে পড়তে পড়তে শুধু ভাবল, এত জোরে কেউ তাকে কখনও মারেনি!

মুহূর্তেই খেলা পাল্টে গেল।

এলোপাথারী একের পর এক ঘুসি চলল দুর্জয়ের নাকে মুখে।
মার্, ফিরোজ, মার্!! এই তোর সুযোগ!! আর উঠতে দিবি না!!

কথা শুনল ফিরোজ।...
ধাড়!

এই তো! কামালের ধমকে কাজ হয়েছে! দুর্জয়ের মত ছেলে ছোকড়া জয়নাল তালুকদারের সামনে ভয়ে কুঁচকে যায়! আমি আমার রুমাল ঝাড়া দিলেই দুর্জয়ের মতন ফাইটার টুপ্ টাপ্ করে রুমাল থেকে মাটিতে পড়ে! দুর্জয় আমাকে চেনে! ও জানে আমি ওর কী করতে পারি!!
ফিরোজ! ফিরোজ!! ফিরোজ!!

তখনই...
গোগোপ্লাটা চোক্ হোল্ড। ব্রাজিলিয়ান জুজুৎসুর সবথেকে মারাত্মক একটা প্যাঁচ। কয়েক সেকেন্ডে জীবন মৃত্যুর দোর গোড়ায় পৌছে দেয় এটা।

কারও গলা টিপে ধরা এক জিনিস।...

ফিরোজ!! নাআআ!!

আর লোহার রডের মত শক্ত পায়ের হাড্ডির সাথে গলাটাকে চেপে ধরা...
অঁক্!

সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।
ক্ষ-খ!

একটুখানি শ্বাস নেবার জন্যে দুর্জয়কে পাগলের মত খামচাতে লাগল ফিরোজ।
দ্রুত শিথিল হয়ে গেল তার শরীর। খামচানোর শক্তিটুকুও রইল না।

মারা যাচ্ছে, বুঝতে পেরে অন্তিম মুহূর্তে ওকে মুক্তি দিল দুর্জয়। এক লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল নিজের থেকে।

ফিরোজের গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

খক্-খক্!!
ক্ষ-খ্ খ্-খ্!

এবারে ভয় পেল ফিরোজ। বুঝে ফেলেছে সে, কি হতে চলেছে! দুর্জয়কে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত লাগছে তার।

ম্ম্- আহ্!! খক্!

কিন্তু শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই যে সে দুর্জয়কে এতটুকু বাধা দেয়। শেষ প্রচণ্ড আঘাতটা গ্রহণ করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিতে ফিরোজকে বেশ কিছুটা সময় দিল দুর্জয়।

তারপর মুয়েই থাইয়ের ভয়াবহ একটা কিক্! কেঁপে উঠল ফিরোজ!
থাড়!

ওয়ান! টু! থ্রি!
ফোর!
ফাইভ!
সিক্স!

সেভেন!
ম্-ম্-ম্!

এইট!

নাইন!!

টেন্!!!
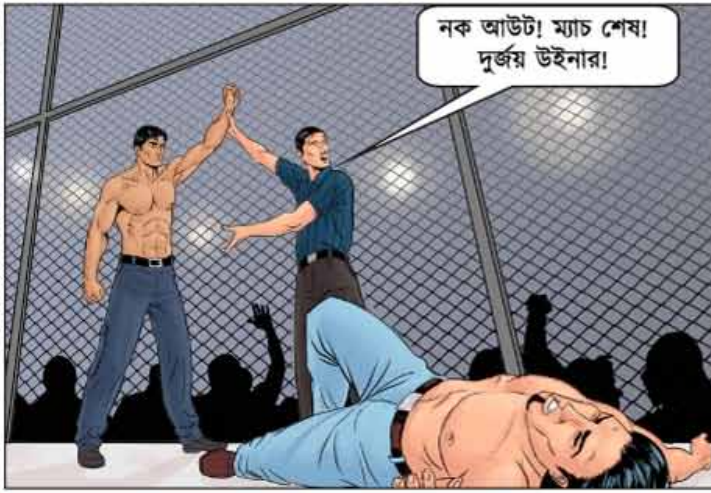
নক আউট! ম্যাচ শেষ!
দুর্জয় উইনার!

ম্যাচ শেষ? নাহ্! সবে শুরু! আসল ম্যাচ তো এবার শুরু হবে।

আড় চোখে দুর্জয় দেখে নিল পরিস্থিতিটা। জয়নাল ঠিক তাই করছে যা সে আশা করেছিল। একটা ভুল!
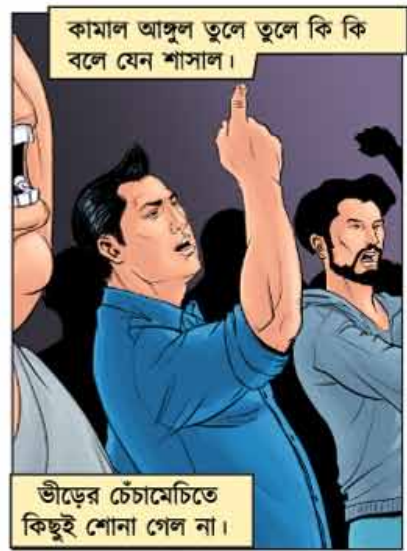
কামাল আঙ্গুল তুলে তুলে কি কি বলে যেন শাসাল।
ভীড়ের চেঁচামেচিতে কিছুই শোনা গেল না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জয়নালের লোকজন খাঁচার তালা খুলতে শুরু করল। হাতে অস্ত্রশস্ত্র।
ভুল করলি, দুর্জয়! তুই মস্ত বড় ভুল করলি! বেইমান!

আহ্!
অবশেষে!

যারা বেইমানি করে তারা খুব প্ল্যান করেই সেটা করে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে দরজাটা সহ ভেঙ্গে ওদের সবার উপরে পড়ল সে!
আআআ!!
ওহ্!!

দুর্জয়!!!
আমাকে তুই চিনিস না! জাহান্নামে গিয়েও লুকাতে পারবি না তুই! টেনে বের করে আনব!!!

আসিস! আমি অপেক্ষায় থাকব!

আজ নীহারিকা মেয়েটাকে ভাল মত ঝাড়ি দিলাম। বড্ড বাড় বেড়েছে ইদানিং। বলে জব করব না। ওর মধ্যে ভয় ডর দিন দিন কমে যাচ্ছে।
এটা ব্যাড সাইন। ভয় ডর থাকা লাগবে। নইলে আমাদের বিপদ
আরে ধুর!

বজ্‌জ্‌জ্‌জ্‌!

হ্যালো, স্লামালাইকুম, চাচা। এনি প্রবলেম?.... জ্বী, সবাই আছি... জ্বী এক্ষুনি বের হতে পারব...... ঠিকানা? ...... নো প্রবলেম। নামটা কি বললেন? দুর্জয়?...

হ্যাঁ। আর আমি চাই ও যেন আফসোস করে! ওর দুই চোখের আগুন যেন নিভে যায়! আমার সাথে বেইমানীর মজা যেন টের পায়!

এ্যাই, নেহা! সাড়ে পাঁচটা বাজে! আমি গেলাম! কতক্ষণ দাঁড়া করে রেখেছ!?
শেষ। শুধু পিসিটা সাট ডাউন দেই।

নেহা! তুমি কোথাও যাবে না! আমরা একটা অপারেশনে যাচ্ছি। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফিরব। আমরা ফেরার পর একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। তুমি তারপরে যাবা। তার আগে না! বুঝেছ?

অল্প কথায় বললে, ও আসলে জানে না আমার মাথাটা কী করে কাটতে হবে। আমি জানি ওরটা কী করে কাটতে হবে।

মনে হল দোতলার জানালায় কাউকে দেখলাম!

কুইক! ও টের পেয়ে গেছে!

পায়ের শব্দ! ও পালাচ্ছে! সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যাচ্ছে!

যাবে কোথায়!

দুর্জয়! দাঁড়াও! পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই! আমরা তোমাকে ধরে ফেলেছি!

ছাদের মধ্যে নিজেকে কোণঠাসা করে ফেলছে বোকাটা! ভয় পেয়েছে! হাহা!!

তখন-ই...
প্রথম রিস্ক ছিল ওর রিভলভারটা। সেটা এখন কিছুক্ষণের জন্যে দূর হল।
আঅ!
GAZ
এবার ড্যান্স!
জামসেদ!
সেকেন্ড রিস্ক হল এই জামসেদ লোকটা। দেখে বোঝা যায় অসুরের শক্তি ওর গায়ে। সাবধান থাকা লাগবে!
অঁক!
আহ্হ্!
বন্দুকটা কই গেল?
এখনও সব ঠিকঠাক যাচ্ছে।
জামসেদ! জলদি! আমি ধরসি ওকে!!

জামসেদ! আ-আ!!
বোঝা যাচ্ছে এই জামসেদ লোকটা ওদের বড় অস্ত্র। ওর ওপর এদের বেশী ভরসা।

ঠিক-ই আছে। কারণ ওই কিক খাবার পরেও লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে!

প্রশংসার দাবীদার!

থুহ্!

বন্দুকের হাত থেকে বাঁচাই বরং সহজ ছিল। একজন সুযোগ্য মানুষ বন্দুকের থেকে বেশী বিপদজনক!

আ-র্-র্ !!
শুধু একটা ভুল স্টেপ!...

ধাড়্!!!

ব্যাস্! আর একটুও নড়বে না! অনেক হয়েছে!

মাথার ব্যথায় মারা যাচ্ছি। আর পারি না! এসব রোগ আমার আগে ছিল না। অভিশাপ! অভিশাপ!!

নেহা!
এসে গেছে নরকের কীটগুলো!

কই? নেহা?? কোথায় তুমি??
এই যে স্যার। আমি ডেস্কে।

নেহা! তুমি কমপ্লেইন করছিলে না? মিথ্যা রিপোর্ট লেখাই দেখে?

তোমার দুঃখ আমি বুঝি!... তবে আজ যাকে ধরে এনেছি সে সত্যিই একটা জানোয়ার।
এবার আর মিথ্যা না।

আমরা তিন তিনজন বাঘা বাঘা অফিসার... আরেকটু হলে মারাই যাচ্ছিলাম ওকে ধরতে গিয়ে!

ওর রিপোর্টে যাই লেখ, মিথ্যা হবে না! যা মন চায় লিখে দাও ওর নামে। খুন-খারাপি, মারামারি, এসবই করে ও।

খোদা! মেরে মেরে লোকটাকে কি অবস্থা করেছে!

সিধা লিখে দাও, অ্যাটেম্পট টু মারডার থ্রী পুলিশ অফিসার্স্। গত সপ্তাহের নারী নির্যাতন কেসের পলাতক আসামীটা ওকে বানিয়ে দাও।
স্যার, রিপোর্টে ওনার নাম লাগবে। নামটা কি?...

ওহ্! ভালো কথা! রিপোর্ট লিখবে কি করে।

ওর নামটাই তো জানো না তুমি।

... ওর নাম দুর্জয়।
MU

দাঁড়ায় গেলা কেন?! আগে বাড়ো!!

গুণ্ডাটা ওভাবে আমার হ্যান্ডব্যাগের দিকে তাকাচ্ছিল কেন? ও কি ছিনতাইকারী?

মনে হয় নেশা করে। কি জঘন্য দেখতে! এমন ভ্যাম্পায়ারের মত চেহারা শুধু দুঃস্বপ্নেই দেখা যায়! যাই হোক, রিপোর্টটা লিখে ফেলতে পারলেই আমার ছুটি। সুতরাং...

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্টটা টাইপ করে বের হব। দুঃখের কথা হচ্ছে আমাকে আবার দুটো রিপোর্ট লিখতে হবে।

একটা আসল, আর একটা মিথ্যা। আসল রিপোর্টগুলো সব আমার কাছে আছে। এভিডেন্স। সময়ে কাজে লাগাব এগুলো।

গত দুবছর ধরে বুদ্ধি করে ওদের সমস্ত কুকীর্তির একটা করে রেকর্ড আমি একটা হিডেন পার্টিশনে সেভ করে রেখেছি। সুযোগ বুঝে ওদের ইন্টারোগেশন রুমের কথাবার্তার কিছু অডিও রেকর্ড করে নিয়েছি। আজ আমাকে ঝাড়ি দিয়ে যা বলেছে সব ফোনে রেকর্ড করা আছে।

প্রচুর এভিডেন্স আমার কাছে।

কিন্তু সাহস পাই না। ওদের নেটওয়ার্ক সত্যিই খুব পাওয়ারফুল।
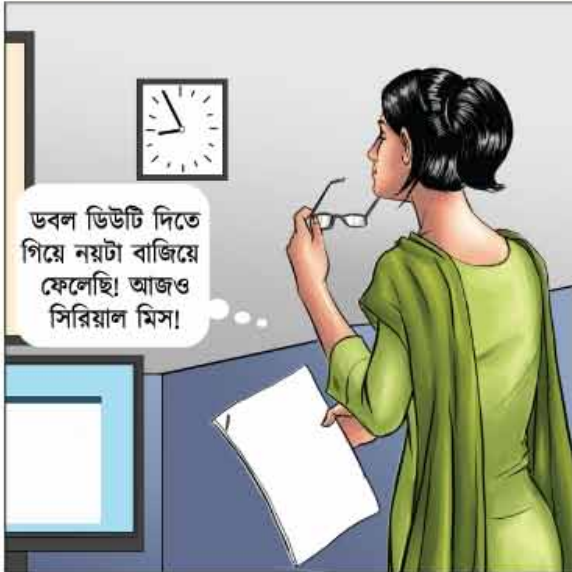
ডবল ডিউটি দিতে গিয়ে নয়টা বাজিয়ে ফেলেছি! আজও সিরিয়াল মিস!

গুণ্ডাটাকে এতক্ষণে মেরে আধমরা করে ফেলেছে।
আসলেই, এরা যাদের ধরে তারা সবাই নির্দোষ না হয়ত।

...যেমন এই দুর্জয় লোকটা। এর চোখ দেখলেই ভয় লাগে। কি করেছে কে জানে।

তিন নরকের কীট আর ওই গুণ্ডাটা এই ইন্টারোগেশন রুমেই থাকার কথা।
ইন্টারোগেশন রুম
কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই কেন? গার্ডগুলোকেও দেখছি না।

গুণ্ডাটা মার খেয়ে বেহুঁশ। অন্য কেউ নেই। নেই কেন?
ইন্টারোগেশন

কিন্তু অফিস খালী কেন? মনে হয় বুঝতে পেরেছি।

সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে ইমরান সাহেব। আর তার কারণ...
... গুণ্ডাটাকে সারারাত টরচার করা হবে।

এর আগেও একবার এরকম হতে দেখেছি আমি।
ইন্টারোগেশন
রিপোর্টটা স্যারের ডেস্কে রেখে চলে যাব।

এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম। আপনি কি আমাকে একটু পানি খেতে দেবেন?
ওহ মাই গড়!

এই তাহলে ব্যাপার! ও আমার ব্যাগের দিকে তাকিয়েছিল না। ও তাকিয়েছিল আমার পানির বোতলের দিকে! কিন্তু আমার কি? আমি যাই...
ম্যা'ম?

ইন্টারোগেশন র

কুকুরকেও পানি খাওয়ায় লোকে...

তাছাড়া লোকটার হাত-পা বাঁধা। ওকে এই অবস্থায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ... কিন্তু তবুও... এটা কি ঠিক হচ্ছে? উপকার করতে গিয়ে রিস্কটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?... সাবধান, নীহারিকা!

আপনার হাত দুটো দেখান!

হুম। হ্যান্ডকাফ ঠিকঠাক আছে। পায়ের বাঁধনও ঠিক আছে।

মাথা পেছনের দিকে নেন। আর মুখ হাঁ করেন।

বোতলে মুখ লাগে না যেন!
একটুখানি নড়া চড়া দেখলেই আমি দরজা দিয়ে দৌড় দেব!!

থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ্। অনেকক্ষণ ধরে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। বাঁচালেন।
এবার আপনি চলে যান। ওরা দেখলে ঝামেলা হবে। অবশ্য মাত্রই গেল ওরা।
হুম।

...আরেহ্!... আপনার ছবি তো আমি একটা ম্যাগাজিনে দেখেছি! অনেক বছর আগে!

তখন বয়স কম ছিল... ষোল সতের হবে। আপনি একটা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে প্রথম হয়েছিলেন!

WORLD ASSOCIATI
KICKBOXING ORGANI
WAK
"সব পত্রিকায় ছবি ছেপেছিল! সালটা ছিল ২০০২... বা ২০০৩।"

মাসিক
ধ্রুবতারা
মার্চ ২০০২ সংখ্যা
আন্তর্জাতিক কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় কবির মনসুরের স্বর্ণ জয়
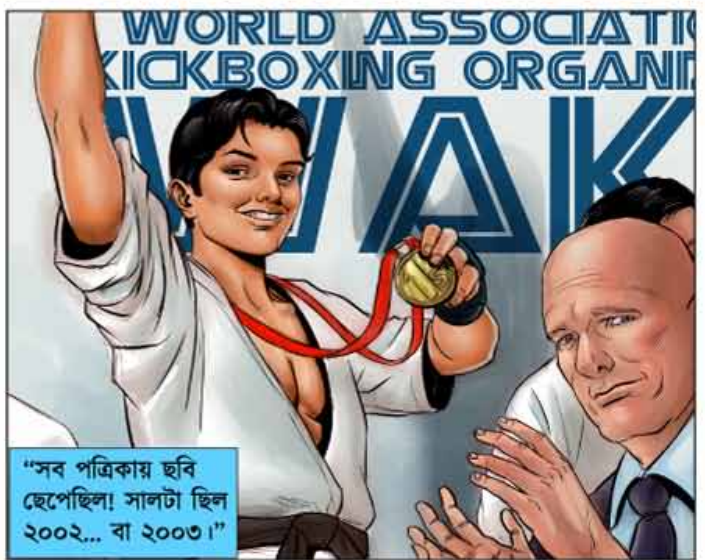
নেহা, দেখ্ দেখ্! এই ছেলেটাকে নিয়ে ধুম পড়ে গেছে। কি সাংঘাতিক সুইট না দেখতে?
আগেই পড়সি। এত ধুম পড়ার কিছু হয় নাই। মারামারিতে বাঙ্গালী ফার্স্ট হওয়াটা গর্বের বিষয় নয়।
তাছাড়া দেখতেও কালা!

ও, তুমি আগেই পড়স? ভাব নেস, না? দেখতে কালা? সেভ্ করতেসিস যাতে নজর না দেই? তুই ক্রাশ খাইছিস! আমি শিওর!
কী? জীবনেও না!
জীবনেও হ্যাঁ!
কালাকে কালা বলব না?
ক্রাশ!!
কেমনে বুঝে গেল?

আপনার নাম তো দুর্জয় না! কবির। কবির মনসুর!
শিট্!

আপনার এ অবস্থা কেন? ক্রিমিন্যাল হয়ে গেলেন কি করে?
নাম পাল্টেছেন কেন? কবে?
এরা তিন জন আপনাকে ধরল কেন?
ওরা এসে পড়তে পারে...
প্লীজ, যান...
ফফ্... পরিস্থিতির শিকার হয়ে নাম পাল্টাতে হয়েছে। এখন আন্ডারওয়ার্ল্ড ফাইট ক্লাবে জুয়ায় ফাইট করি। কিছু করার নাই, বিপদে পড়ে এসব করতে হচ্ছে,। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডন জয়নাল তালুকদার আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল একটা ম্যাচ হেরে যেতে হবে নইলে খুন করবে আমাকে। আমি ওর সামনে ওর ফাইটারকে হারিয়ে, ওর বডিগার্ডদের মেরে চলে আসি। তারপর জয়নাল আমার পেছনে এই তিনজনকে লেলিয়ে দেয়। এবার খুশি? প্লীজ এবার জলদি চলে যান!?

তারপর থেকে এভাবেই চলছে। লোকমুখে শুনেছি ওদের নেটওয়ার্কের কেউ কেউ নাকি আমাকে ভয় পায় এখন। এবার আপনি প্লীজ চলে যান? আমি চাচ্ছি না আমার কারণে আপনার কোন বিপদ হোক, ম্যাডাম।

আমি কালকেই প্রেস কনফারেন্স ডেকে গোটা দেশের সামনে এদের তিনজনের সব কুকীর্তি প্রকাশ করে দেব। নিজের নিরাপত্তা চাইব সরকারের কাছে, নিউজ মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে। সেই সাথে কেস করব ওদের নামে।

দেখুন, আপনি ভুল ডিসিশন নিচ্ছেন। এটা করা ঠিক হবে না আপনার জন্যে। আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।
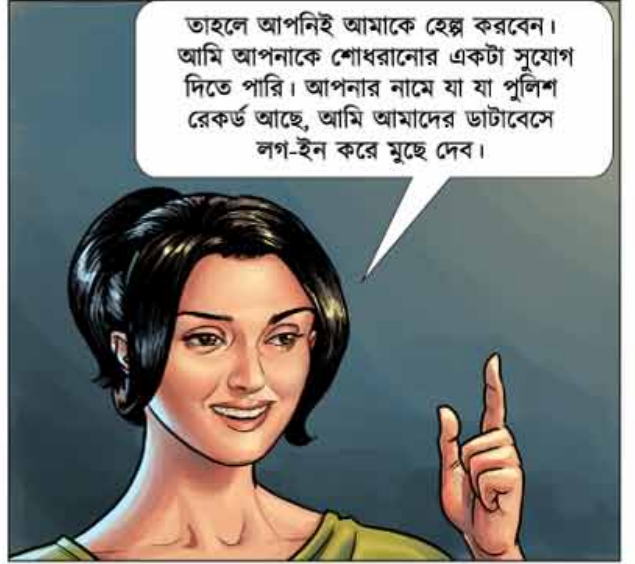
তাহলে আপনিই আমাকে হেল্প করবেন। আমি আপনাকে শোধরানোর একটা সুযোগ দিতে পারি। আপনার নামে যা যা পুলিশ রেকর্ড আছে, আমি আমাদের ডাটাবেসে লগ-ইন করে মুছে দেব।

বিনিময়ে আপনি ওদেরকে এখানে আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না আমি আমার ডকুমেন্টগুলো প্রিন্ট করে নেই। আর কিছু ফাইল আছে যা ইউএসবিতে কপি করে নিয়ে যাব।
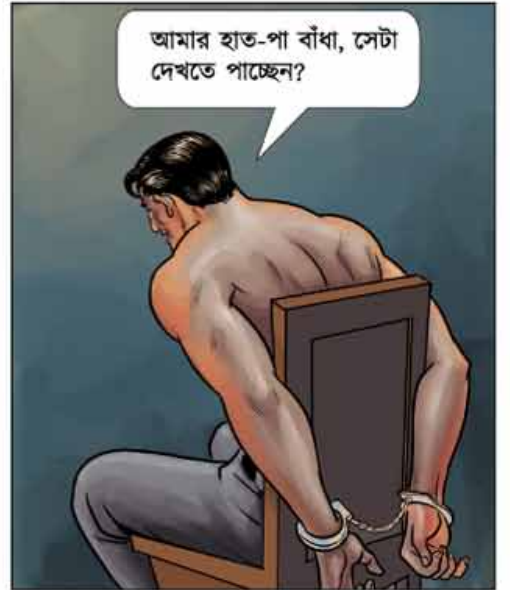
আমার হাত-পা বাঁধা, সেটা দেখতে পাচ্ছেন?

নো প্রবলেম। পায়ের বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি। হ্যান্ডকাফ? তার জন্যে একটা বুদ্ধি আছে।

হেয়ারপিন দিয়ে খুলে ফেলুন। ইউটিউবে অনেক দেখেছি করতে। বেশি কঠিন না।

এটা আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।

পায়ের বাঁধনও আলগা করে দিয়েছি। কাজ শেষ।
চলি, কবির সাহেব। আমাকে এখান থেকে নিরাপদে বের করার দায়ীত্ব আপনার। আর আপনার পুলিশ রেকর্ডের দায়ীত্ব আমার।
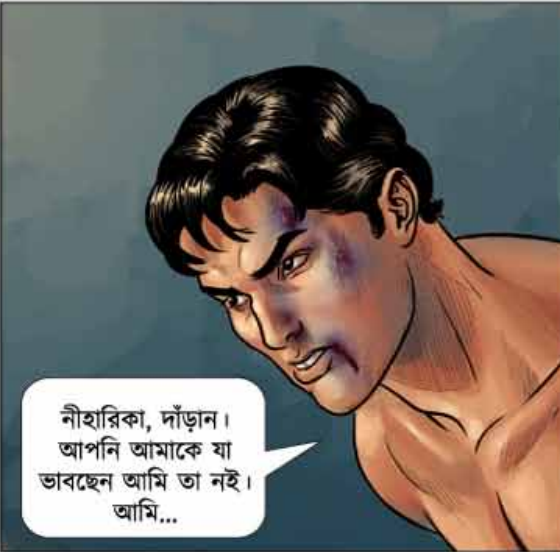
নীহারিকা, দাঁড়ান। আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই। আমি...

রিল্যাক্স, আপনাকে এখন আর ক্রিমিন্যাল ভাবছি না আমি। আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে, কবির। বেস্ট অফ লাক্।

ঠিক
এই রকম একটা
অদৃষ্টের সংকেত
পাবার জন্যে এতদিন
অপেক্ষা করেছি।
এবারে জেলে পুরব
ওদের!

এই লোক এত বছর পর আমার সামনে
আসাটা কাকতালীয় হতে পারে না।
সময় নেই।

এদিকে ফাইল কপি হচ্ছে, ওদিকে প্রিন্ট। এই ফাঁকে
কবির মনসুরের পুলিশ রেকর্ডগুলো ঘাঁটা যাক।

ovt. Crimina Files Databa
Authorized Personnel Only
kabir monsoor
AOC

এই তো, সেই আগের ফোটো!

ও মাই গড!
ও মাই গড!
এ আমি কাকে
মুক্ত করলাম!!
কবির মনসুর (১৭)। পলাতক।
ইরফাত জাহান (১৬) কে
অপহরণ, মুক্তিপণ দাবী ও পরে
শ্বাসরোধে হত্যা। .... ইরফাত
জাহানের বড় ভাই অনিক (২০)
সহ পাঁচ যুবককে হত্যার চেষ্টা...
সাক্ষী ইরফাত জাহানের
মা ও বাবা।.....
আহতদের অবস্থা আশংকাজনক...
মানসিক রোগী হবার আশংকা...
ধারাবাহিক হত্যাকারী...
জীবিত অথবা মৃত গ্রেপ্তারের
নির্দেশ.... এই রিপোর্ট লেখা
অব্দি পলাতক....

ও মাই গড! ও বলছিল জুয়ায় ফাইট করে এখন।
Irfat jahan (16) was murdered by Kab
soor (17) by suffocating after kid
তারমানে জুয়ার টাকা জোগার করতেই....

কে জানে, আরো কতজনকে মেরেছে...

নেহা, রিপোর্ট রেডী?

সরি, নেহা। সকালের দুর্ব্যবহারের জন্যে।

আসলে আমি নিজেও এক সময় একজন সৎ অফিসার ছিলাম, নেহা। পাঁচ বছরে দশ বার বদলি হয়েছি।

আসল অপরাধীদের ধরতাম, ওপর থেকে হুকুম দিলে ছেড়ে দিতে হত।

এখন গডফাদারদের হুকুমে সন্ত্রাসীদের ধরি। সমাজের কিছু জঞ্জাল তো দূর হয়।

দুর্জয়ের মত অপরাধীর বিরূদ্ধে প্রমাণ জোগার করতে সারা জনম লাগবে।

তার চেয়ে একটা মিথ্যা রিপোর্টে যদি সাপ মরে তাহলে ক্ষতি কি?

কি অবস্থা, দুর্জয়? রাউন্ড টু এর জন্যে রেডী?
এবারে আমি-ই প্রথমে শুরু করি। হাত নিসপিস করছে!

...সিমপ্লি চিন্তা করে দেখ, এখানে থাকলে তুমি যে কোন বিপদে পড়লে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তুমি জব ছেড়ে দিলে কি তা সম্ভব?

আচ্ছা, সেই তখন থেকে তোমার প্রিন্টারে কি প্রিন্ট হচ্ছে নেহা? দেখাও তো?
আমি ডেড়!

উহোও!

ইমরান ভাই!!!
জলদি আসেন!!!

জামসেদ?

ও ছুটে গেসে!!
তাড়াতাড়ি আসেন!!
ওহ্
নো!!

জামসেদ, ওকে ধরে রাখ!
আমি গুলি করছি!
না!!
আমার গুলি লেগে যাবে! আমি সামলাচ্ছি! আহ্!

জামসেদ! আমি গুলি করি,
ওকে শুধু ধরে রাখো!
না! আমার গুলি
লাগবে! আহ্!
লাগবে না!
বিশ্বাস রাখো!
উহ্!
...একটা লোক-ও মানুষের বাচ্চা না! প্রতিটা লোক
একটার চেয়ে আরেকটা খারাপ! এই জন্যে এতদিনেও
বিয়ে করিনি! জাহান্নামে যায় যেন সবগুলো! ইবলিশ!!
সবাই খারাপ!
আমি একাই
ভাল! এটা
এতদিনে
বুঝলাম!
দুম!
ওমাগো!

জামসেদ!...
ও নো!!...
উহ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌!!!

আআ-আ!
ওমা-আআ!!

ধাড়্!

উহোওহ্হ্!!

মড়াক্!

হ্ফ..
হ্ফ..

ত্-তোকে এমন কেস দেব,.... আজীবন জেল খাটাব!!... আহ্! এমন কিছু করব... যে তোর...

পুরা লাইফ আমি নষ্ট করে দেব!! ইয়াআআআ....!!!

আমার বাকী নাই কিছু নষ্ট হবার মতন।
কিন্তু তোদের আছে।
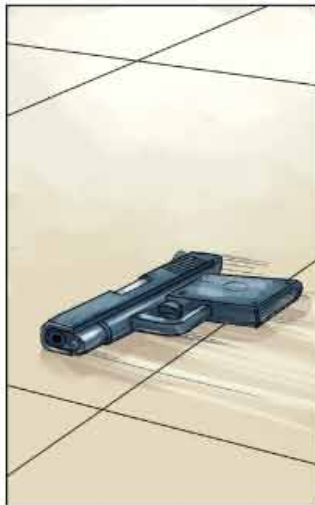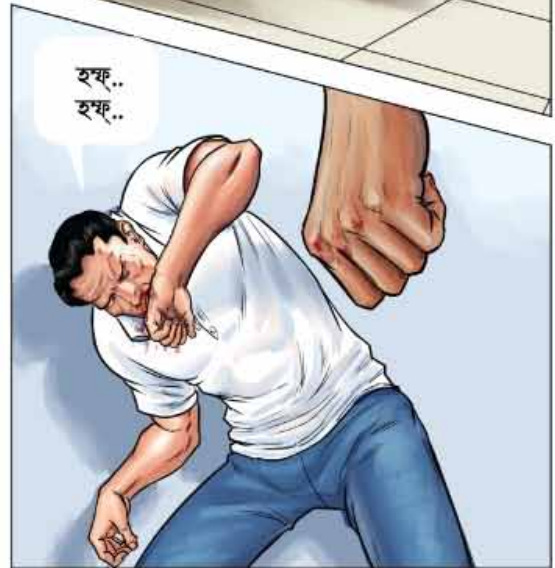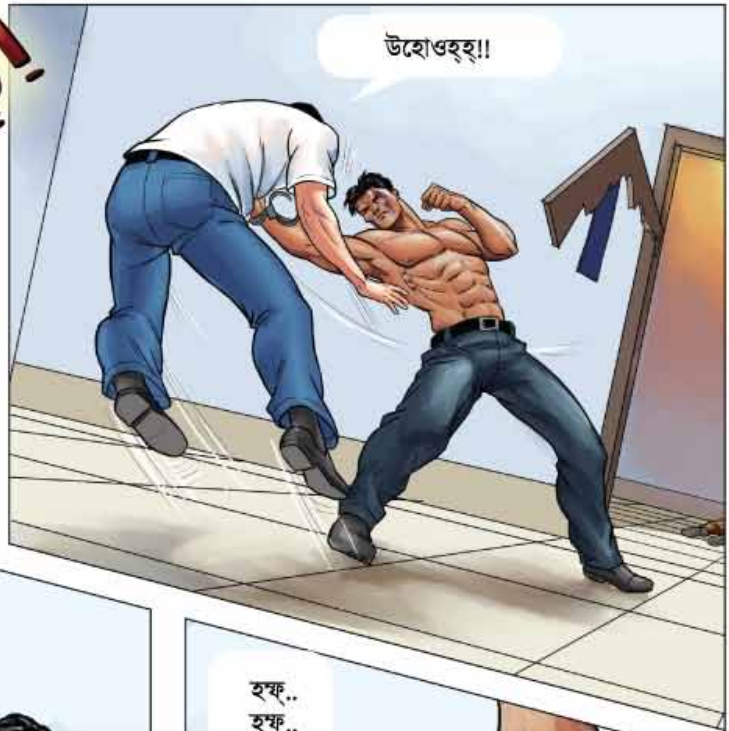
কেন এত বড় বেইমানী করলেন আমার সাথে? আমি আপনার কি ক্ষতি করেছিলাম? আপনার পুরোন ফাইল দেখেছি আমি!

গলা টিপে খুন করেছিলেন একটা কচি মেয়েকে! কেন? জুয়ার টাকা যোগার করতেই ওকে অপহরণ করেছিলেন?

নাকি ও-ও আপনাকে আমার মতন বিশ্বাস করেছিল?

আপনি এখান থেকে চলে গেলেই ভালো করতেন।

যাতে আরও কয়েকটা মার্ডার করতে পারেন? আমি-ই যেহেতু আপনাকে মুক্ত করেছি, দায়টা এখন আমার!

ঠিক করেছি, ওদের দলেই যোগ দেব। আপনাকে খুন করার মাধ্যমে। শুধু আরেকটা মিথ্যা রিপোর্ট লিখতে হবে আমাকে। তাতে লেখা থাকবে, জামসেদকে খুন করেছেন আপনি। আর তারপর আপনাকে গুলি করেছে ইমরান। এইভাবে আপনার মতন একটা ক্রিমিনাল তো কমবে!

থামতে বললাম না??

প্ল্যানটা তো ভালোই করেছেন দেখছি! প্রথমে আমাকে মুক্তির লোভ দেখিয়ে আমার হাতে ওদের তিন জনকে কাবু করালেন। তারপর এখন আমাকেই আবার মার্ডার কেসে ফাঁসাচ্ছেন! একেই বলে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি! কিন্তু ফাঁসবেন আসলে আপনি নিজেই! বলুন তো, কেন??
আমি কিন্তু শেষবারের মতন বলছি! থামুন!!
ইমরান জ্ঞান ফিরে সবার প্রথমে খুঁজবে, আমি হাতকড়া কি দিয়ে খুললাম। ইন্টারোগেশন রুমের মেঝেতে পাবে আপনার চুলের কাঁটা! তারপর?...
রিভলভারে আপনার আঙ্গুলের ছাপ ফেলে দিয়েছেন আপনি! ইমরান জামসেদের খুনটা আপনার ঘাড়েই চাপাবে, বদলা নিতে!

ঐ অনুশোচনা থেকেই সুইসাইড করতে যাচ্ছিলাম। ঐ অনুশোচনা থেকেই আপনাকে মুক্ত করেছিলাম। লজ্জা করে না এ কথা বলতে??
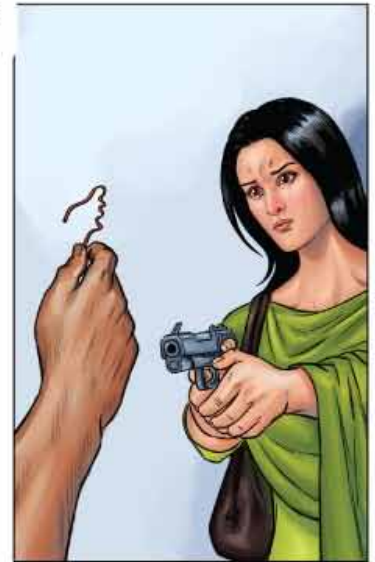
আপনার হেয়ারপিন। এটা ঐ রুমে রেখে গেলে সত্যি-ই ফাঁসতেন, ম্যা'ম। মনে করে দেখুন, ইমরান আমাকে ধরে আনার সময় কি বলেছিল।
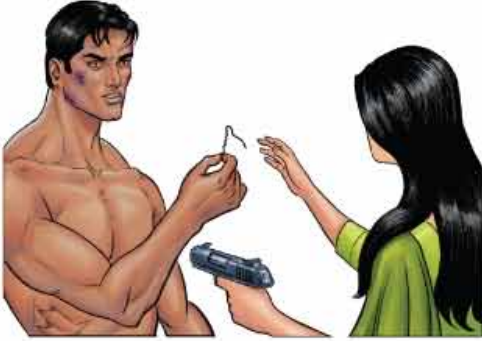
সিধা লিখে দাও, অ্যাটেম্পট টু মারডার থ্রী পোলিস অফিসার্স্। গত সপ্তার নারী নির্যাতন কেসের পলাতক আসামীটা ওকে বানায় দাও।

এই রকমের-ই আরেকটা মিথ্যা রিপোর্ট অনেক বছর আগে কেউ লিখে দিয়েছিল আমার নামে। যার ফলাফল সেদিনের স্পোর্টস আইকন আজকের কেইজ ফাইটার।

ভাবেন, আপনাদের লেখা এক একটা রিপোর্ট এক একটা মানুষের জীবন কিভাবে বদলে দেয়।

তবু বিশ্বাস হচ্ছে না তো? যাকে তাকে হুট হাট বিশ্বাস করা উচিতও নয়। যাবার আগে রিভলভার থেকে নিজের আঙ্গুলের ছাপ মুছে ফেলতে ভুলবেন না। সাবধানে থাকবেন। গুডবাই।

এক সপ্তাহ পর...

শুভ সন্ধ্যা। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় টক্‌শো, আমাদের দিনকাল দেখার জন্যে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়,
আমাদের দিনকাল
ঢাকার উত্তরার ডিটেক্টিভ হেডকোয়ার্টারের দুর্নীতির পর্দা ফাঁস।
SONY

দীর্ঘ দিন ধরে ডিটেক্টিভ ইমরানুল হক এবং তার সঙ্গীরা পেশায় আইনের রক্ষক। অথচ...
গোপনে ঢাকার কুখ্যাত একটি চাঁদাবাজ সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করতেন তারা।
মিথ্যা কেসের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের ধরে এনে মারধোর করতেন তাদের ইন্টারোগেশন রুমে।

কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাদের কেউ কিছু করতে পারত না। অবশেষে সেই প্রমাণ মিলল তাদের-ই ডিপার্টমেন্টের একজন সাহসী তরুণী রেকর্ডস ক্লার্কের কাছে।
তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক তথ্য প্রমান সংগ্রহ করেছিলেন গোপনে। সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই গত সোমবার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।
POLICE

নেহা, আজকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাকে পেয়ে আমরা গর্বিত। কেমন লাগছে এখানে এসে?

খুব ভালো। ধন্যবাদ।

পত্র-পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে, সবখানে এখন শুধু আপনার সাক্ষাৎকার। আপনার মত সচেতন নাগরিকরাই দেশটাকে এগিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের দিনকাল

আপনার দেয়া তথ্য ও প্রমাণ অনুযায়ী, বিখ্যাত শিল্পপতি জনাব জয়নাল তালুকদার একজন মাফিয়া লিডার এবং ইমরান ও তার সঙ্গীরা তাঁর হুকুমেই কাজ করত। আমরা এই ব্যাপারে কথা বলতে জয়নাল সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম।

তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।
সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! আমার মতন সৎ লোককে বদনাম করার অপচেষ্টা!!

এবার বলুন, এসব করতে পেরে আপনার অনুভুতি কি?
মনে হচ্ছে যেন কোন পাতাল পুরীতে আটকে ছিলাম এতদিন।
আর এখন স্বাধীন হতে পেরেছি।.....
ভালো লাগছে খুব। ....

ভালো লাগাচ্ছি! কাল থেকেই সব পত্র-পত্রিকায় ওর চরিত্রের নামে কুৎসা রটাবি তোরা।
তারপর একদিন ট্রাকের তলে...

...তখনই রক্ত হিম করা একটা কণ্ঠস্বর....
জয়নাল...?
কে!?
!!

সরি, দেরী হয়ে গেল। তোর এই ভাতিজা কামাল, ও কিছুতেই তোর হদিস দিতে চাচ্ছিল না। পরে আমি ওকে কনভিন্স করলাম....

দুর্জয়!! তোর এত বড় স্পর্ধা!! মার্ ওকে!!

মিস নেহা, এই কাজটা করতে অনেক সাহসের প্রয়োজন ছিল। কোথায় পেলেন এত সাহস?
না তেমন কিছু না, কোথাও কাউকে বলতে শুনেছিলাম যে প্রতিদিন ভয় পেয়ে মরার চেয়ে একবারে মরাই ভাল।
এই উপদেশ কোথায় পেলেন?
কবির মনসুর নামে একজনের ইন্টারভিউতে। তিনি এক সময় নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন।
দুর্জয়!! তুই আসলে কে বল্ তো? যে মাফিয়া সারা দেশের সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে, সেই দলের একজন লীডারকে খুন করতে চাস তুই? কে তুই?? এত বড় স্পর্ধা?? কে তুই??

মাফিয়ার সাথে একলা টক্কর নেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ না! তুই আসলে কে?? কোন স্পাই? নাকি তুই কোন ভাড়াটে হিটম্যান?? আমাকে মারিস না!
যত টাকা লাগে বল্! আমি দেব!!

স্পাই হলে গ্রেপ্তার করতাম আর হিটম্যান হলে খুন করতাম! কোনটাই না আমি! আমি তোদের-ই তৈরী পিশাচ একটা!!
তোর কপাল খারাপ! কারণ তোকে আমি খুন করব না। আজীবনের জন্যে পঙ্গু করে বাঁচিয়ে রাখব তোকে! কিন্তু তার আগে তোর কাছ থেকে তোর দলের বাকি লোকদের ব্যাপারে অনেক তথ্য বের করব!
চল্ আমার সাথে!
না! বাঁচাও!! বাঁচাও!!

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসব গডফাদারদের বিরুদ্ধে যাবার পরে হত্যাকান্ডের স্বীকারও হয়েছেন। তবুও আপনি বলছেন আপনার কোন ভয় নেই?

ভয় পাই না কে বলল আপনাকে? আগেও পেতাম, এখন-ও পাই।
কিন্তু আপনি আমাকে এটা বলুন, ভয় কি আমার পাওয়া উচিত, নাকি যারা অপরাধ করে তাদের?
যদি সত্যিই ওরা দ্রুত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায়, যদি সত্যিই ওদের হুমকি অনুযায়ী কিছুদিন পর আমার লাশ কোন ডোবায় বা নদীতে ভেসে ওঠে, তাহলে আমি বলব, আপনারা সবাই অপরাধী হয়ে যান। তাহলে আর ভয় পাওয়া লাগবে না।

অপরাধীরাই ভয় পাক। আর ভালোরা ভালো থাকুক। সত্যিকার অর্থে ভালো। এটাই কি হওয়া উচিত না?
গোঁ-ও-ও...!
সমাপ্ত